অপ্রতিরোধ্য
অগ্রযাত্রায়
বাংলাদেশ

অপ্রতিরোধ্য উন্নয়ন অভিযাত্রায়
জননিরাপত্তা বিভাগ

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.mhapsd.gov.bd

স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	উন্নয়নের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতা-উত্তর সময় থেকেই দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা, জননিরাপত্তা ও সীমান্ত সুরক্ষা সর্ম্পকিত কার্যাবলি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। জননিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবা সর্ম্পকিত কার্যাবলি অধিকতর সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১৯ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দু'টি পৃথক বিভাগে বিভক্ত হয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ নামে পৃথকভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যা দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সীমান্ত সুরক্ষা ও জনগণের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত। এ বিভাগের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা। এ বিভাগ তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থার মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে থাকে। এ বিভাগ এর কর্মপরিধির আওতায় দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে বিচারিক ও নির্বাহী আদেশ প্রতিপালন, গোয়েন্দা কার্যাবলি এবং স্থল ও জলসীমা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত।

একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো দেশের আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা। দেশের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সম্পাদিত জননিরাপত্তা বিভাগের কার্যক্রম বাংলাদেশের সার্বিক অগ্রযাত্রা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১৬-এর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভিশন

নিরাপদ জীবন ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ।

মিশন

- **জননিরাপত্তা বিষয়ক আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন;**
- **আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিতকরণ;**
- **বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।**

মূল কার্যক্রম

- আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সম্পর্কিত আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- কৌশলগত গোয়েন্দা কার্যাবলি পরিচালনা;
- বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে বিচারিক তদন্ত সম্পাদন এবং আইনানুগ প্রসিকিউশন দাখিল ও আদালতের আশে বাস্তবায়ন;
- সীমান্তে টহল কার্যক্রম ও সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
- সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ দমনে আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সংগে সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ;
- জনরিাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণের জন্য দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;
- জননিরাপত্তা সর্ম্পকিত দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র, সরঞ্জাম ও রসদ সংগ্রহকরণ।

কৌশলগত পরিকল্পনা

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ জননিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি আধুনিক জননিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এক নজরে জননিরাপত্তা বিভাগের একদশকের উন্নয়ন, অর্জন ও সাফল্য

জননিরাপত্তা বিভাগ দেশের অব্যাহত উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রয়োজনে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক রাখতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে এবং ইতোমধ্যে জঙ্গিবাদ ও চরমপন্থীদের দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, হলি আর্টিসান মামলা ও ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার তদন্তসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিগত ২০০৯ থেকে ২০১৮ মেয়াদে জননিরাপত্তা বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, সংস্থা ও দপ্তরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার ১,০৩,৬৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। উল্লিখিত সময়ে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের সংগে সম্পর্কিত ২০টি নতুন আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে অবিভক্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বর্তমান জননিরাপত্তা বিভাগ ভারত, মায়ানমার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, চীন এবং অস্ট্রেলিয়াসহ জননিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কতিপয় আন্তর্জাতিক সংস্থা'র সংগে ২১টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর শহীদ পরিবারবর্গের হত্যাকারী সাজাপ্রাপ্ত পলাতক খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

২। সারাদেশে বাংলাদেশ পুলিশের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০১টি নতুন থানা-ভবন, ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট, ১৯টি নৌ পুলিশ ফাঁড়ি এবং ব্যারাক নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ৯টি পুলিশ সুপার ভবন নির্মাণ, পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ১৯টি জেলা/ইউনিটে অস্ত্র-গোলাবারুদ মজুদাগারসহ অস্ত্রাগার নির্মাণ, ৫০টি সার্কেল এএসপি অফিস-কাম-বাসভবন নির্মাণ, পুলিশ স্টাফ কলেজ, ফরেনসিক ডিএনএ ল্যাবরেটরি, সিআইডি অফিস ভবন নির্মাণ, জরাজীর্ণ থানা ভবন টাইপ প্ল্যানে নির্মাণ এবং পুলিশ একাডেমি সারদার মর্ডানাইজেশন উল্লেখযোগ্য। পিবিআই কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তদন্ত-সহায়ক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। মোট ৭৫,২৫১টি পদ সৃজিত হয়েছে। ১৫টি নতুন ইউনিট, ৫৬টি থানা এবং ৮৯টি তদন্ত কেন্দ্র গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের মোট ১০১১ জন এএসপি, এসআই ৫১৯২ জন, পুলিশ সার্জেন্ট ১০৫৩ জন এবং কনস্টেবল পদে ৭৪৮৬৩ জনের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ০৫টি মিশন নিয়োজিত রয়েছে। এ সময়ে জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত জনবল ও সরঞ্জামের reimbursement বাবদ অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৩৯৩৫ কোটি টাকার অধিক।

দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নিরাপদ পরিবেশ বজায় রাখা এবং সামগ্রিক আর্থনীতিক বিকাশের লক্ষ্যে গঠিত শিল্পাঞ্চল এলাকা ভিত্তিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠন এ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ গঠনের ফলে শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার ও সু-শৃঙ্খল পরিবেশে শিল্পোৎপাদন কার্যক্রম নির্বিঘ্ন হয়েছে।

বর্তমান সরকারের অন্যতম অর্জন ট্যুরিস্ট পুলিশ ইউনিট গঠন। এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৩ সালে বিভিন্ন পদবীর ৬২১টি পদ এবং কার্যক্রম আরও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক কাঠামোতে পরবর্তীতে ৬৮৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান সরকার ২টি সিকিউরিটি প্রটেকশন ব্যাটালিয়ন, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এবং পুলিশ এন্টি-টেররিজম ইউনিট গঠন করেছে। মহানগরের নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জননিরাপত্তা বিভাগ রংপুর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠন করেছে। উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় মহাসড়কের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহাসড়কের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য গঠিত হাইওয়ে পুলিশকে বর্তমান সরকারের আমলে অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে।

বর্তমানে হাইওয়ে পুলিশের অধীনে রয়েছে ৩৮১২ কিলোমিটার সড়ক এবং এর লোকবল আছে ২ হাজার ৮৬০ জন।

এ সরকারের উদ্যোগে তাৎক্ষণিক নাগরিকের যেকোন প্রয়োজনে পুলিশি সহায়তার জন্য "৯৯৯' সেবা চালু করা হয়েছে। যে কেউ এই নম্বর কল করে পুলিশের সহায়তা চাইতে পারবেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে সহায়তা ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৩ সালে নৌ পুলিশ ইউনিট গঠন এবং বিভিন্ন পদবির ৭৪৭টি পদ সৃজন করা হয়েছে। নৌ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন পদবির ৭১২টি পদ সৃজনের মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে। নৌ পুলিশ ইউনিট গঠনের ফলে বিগত ৪ বছর যাবত কার্যকরভাবে জাটকা নিধন রোধ করা সম্ভব হচ্ছে এবং আভ্যন্তরীণ নৌ-পথে সম্পদ ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-এর সদর দপ্তর ও র‍্যাব ট্রেনিং স্কুলসহ ১৪টি র‍্যাব ব্যাটালিয়নের জন্য র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর অফিস ভবন, র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুলসহ মোট ২৪০টি নির্মাণ কাজ এবং ২৩৩টি মেরামত কাজ সম্পন্ন।

বর্তমান সরকারের আমলে কমিউনিটি পুলিশিং-এর কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়েছে। সাড়ে ৩ বছরে ওপেন হাউজ ডে, জনসংযোগ সভা এবং অপরাধ বিরোধী সভাসহ মোট বিরোধ নিষ্পত্তির সংখ্যা ৪২১৯৮২টি।

৩। বর্তমান সরকারের সময় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি রিজিয়ন (রামু এ্যাডহক রিজিয়নসহ) সৃজন করে কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীয়করণ করা হয়েছে। নতুন ৪টি সেক্টর, ১৫টি নতুন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ৪টি রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, এয়ার উইং সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ৪টি বর্ডারগার্ড হাসপাতাল স্থাপন, সীমান্তব্যাংক (১০টি শাখাসহ) স্থাপন এবং বিজিবি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে ১৪১টি বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট), ২৯টি বিএসপি (বর্ডার সেন্ট্রি পোস্ট) এবং ২টি ভাসমান বিওপি নির্মাণ করে পার্বত্য এলাকাসহ বিভিন্ন সীমান্তে ৪০২কিঃমিঃ অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষিত করা হয়েছে। এছাড়া মায়ানমারসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে ৩২৮কিঃমিঃ এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম এর কাজ চলমান রয়েছে।

সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে ১৮টি ডগ স্কোয়াড (১৮ X ৪ = ৭২টি ডগ) গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া বিজিবি ৬৫৭৩ কোটি টাকা মূল্যের মাদক ও চোরাচালান দ্রব্য আটক করেছে। বিজিবি-বিএসএফ এর যৌথ প্রচেষ্টায় ৮ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রি জোন' ঘোষণা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সীমান্তেও এর কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিজিবিতে ৩৮৪ জন নারী সৈনিকসহ মোট ২৫,৯৩৪ জন সৈনিক ও অসামরিক সদস্যের নতুন নিয়োগ এবং ৩৪,১১০ জন সদস্যকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া এ বাহিনীতে নতুন করে আরো ১৫ হাজার জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন।

বিজিবি-পরিবার এবং সাধারণ নাগরিকদের বিশেষ করে, শিশুদের জন্য 'দীপ্ত সীমান্ত' নামে একটি বিশেষায়িত স্কুল চালু করা হয়েছে।

৪। নবগঠিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমুদ্রসীমা এবং সমুদ্র উপকূলীয় সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ বাহিনীকে শক্তিশালীকরণের জন্য বর্তমান সরকারের আমলে ২টি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে এবং আরো ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পটুয়াখালী জেলায় কোস্ট গার্ড বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন উপকূলীয় এলাকায় ৩৮টি স্টেশন এবং ১৫টি আউটপোস্ট নির্মাণের জন্য ১৮৭.৪৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। অতিসম্প্রতি এ বাহিনীতে ৪টি অফসোর পেট্রোল ভেসেল (ওপিভি) সংযোজিত হয়েছে।

বহিঃনোঙ্গর এলাকায় মেরিটাইম অপরাধ দমনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী "Zero Tolerance' নীতি অবলম্বন করে থাকে। বিগত ২০০৯ সাল হতে সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত এ বাহিনী প্রায় ১৩৯৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার অবৈধ দ্রব্য সামগ্রী আটক করেছে।

চোরাচালান প্রতিরোধ অপারেশনে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনী ৪৮১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার বিভিন্ন অবৈধ সামগ্রী আটক করেছে।

৫। আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদরে আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্যাটালিয়ন আনসার সদস্যদের চাকুরিকে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের চাকুরি স্থায়ীকরণ সময়সীমা ৯ বছর থেকে ৬ বছরে নামিয়ে আনা হয়েছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সম্ভাব্য দুষ্কৃতি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২টি আনসার গার্ড ব্যাটালিয়ন গঠন, ৫টি ব্যাটালিয়ন সদরে নতুন ভবন নির্মাণ এবং ১০টির নির্মাণ কাজ চলমান।

রাজশাহী, মানিকগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলায় ০৩টি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ৯৭টি ১ম শ্রেণীর পদসহ ব্যাটালিয়ন আনসার ও অন্যান্য পদের মোট ১৬৩২টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

৬। দেশ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে "ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার" (এনটিএমসি) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করা হয়। ০১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে নবনির্মিত ভবনে এনটিএমসি'র দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয়।

বিভিন্ন উন্নয়নমূল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এনটিএমসি'র অনুকূলে ৪ বছরে মোট ৩৭ কোটি ৮৫লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এনটিএমসি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কাজের সুবিধার্থে এবং জনগণের নিরাপত্তার জন্য Lawful Interception (LI) সেবা প্রদান করে জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান ছাড়াও "Open Source Intelligence (OSINT) Monitoring System" প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং করে অপরাধী সনাক্তপূর্বক আইন-শৃংঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য প্রদান করে আসছে।

তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত অপরাধীদের যথাযথভাবে সনাক্তকরণ এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইন্টারনেট ভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে মনিটরিং-এর জন্য ইতোধ্যেই এই সংস্থার Open Source Intelligence (OSINT) Monitoring System and Relateted Services এর ক্রয় ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

দেশের সকল Public Switch Telephone Network (PSTN) অপারেটরসমূহকে Lawful Interception (LI) Compliance-এর আওতাভুক্তকরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৭। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-এর তদন্ত সংস্থা ৬৪টি মামলায় ২৩৭ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। তন্মধ্যে ৩৩টি মামলায় ৬৮ জনের বিরুদ্ধে বিচার কার্য সম্পন্ন হয়েছে; ৪২ জনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং ২৫ জনের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়; যার মধ্যে ৬ জনের মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। বর্তমানে ৩১টি মামলায় ১৬৯ জনের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। তদন্ত সংস্থায় ২৭টি মামলায় ২৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা তদন্তাধীন আছে।

তদন্ত সংস্থায় বিভিন্ন কোর্ট, থানা ও জনগণের নিকট হতে সারাদেশে ৩ হাজার ৫শ ৩০ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ৬৬৫টি মামলা/অভিযোগ অনুসন্ধান/তদন্তের অপেক্ষায় আছে।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র
বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

পুলিশ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার
International Crimes Tribunals
Investigation Agency
Bangladesh
NTMC
...Beyond The Horizon